বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন
জেনেভা

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ন্যায় বিচার ও সাম্যের জন্য প্রয়োজন সকল ভাষার স্বীকৃতি ও সম্মান

জেনেভা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সকল ভাষার স্বীকৃতি ও সম্মানের মধ্যে সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার- জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত সুফিউর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

আলোচনার শুরুতে তিনি ভাষা শহীদ এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় সাংস্কৃতিক ও বাংলা ভাষাভাষীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুগপৎ নেতৃত্ব দেয়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে স্থায়ী প্রতিনিধি সুফিউর রহমান কয়েক হাজার বছরে সংস্কৃত, প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহের আশেপাশের এলাকার ভাষার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণ, চিন্তা, দর্শন আত্মীকরণ করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রবৃদ্ধি বা প্রগতির জন্য যে জ্ঞান দরকার, তা অর্জনের জন্য বাংলার চর্চা ও প্রসারের পাশাপাশি অন্য ভাষাকে সম্মান দিতে হবে, অন্য ভাষার সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের ভাষায় আত্মগরিমায় শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত সুফিউর রহমান বলেন, দ্রুত নগরায়ন, বিশ্বায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের কারণে আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্ব ক্রমশঃ হুমকির মুখে পড়ছে। আমাদের সতর্ক হতে হবে যাতে ভাষাগুলো কালের বিবর্তনে হারিয়ে না যায়। অনুষ্ঠানে মিশনের কমার্শিয়াল মিনিস্টারসহ দুইজন প্রবাসী বাংলাদেশীও বক্তব্য রাখেন।

মিশনের মিলনায়তনে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ পালিত হয়েছে। দিবসের শুরুতে মিশন ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাতের ও বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন" শীর্ষক একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিগণকে আপ্যায়ন করা হয়।

----------***----------